দৈনিক সংবাদ

44

তারিখ ... 05 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আসবাবপত্র ও শিক্ষকের সংকট

মাটিতে বসে ছাত্ররা ক্লাস করছে শিক্ষা কর্মসূচী সফল হচ্ছে না

রামগড়, ৪ঠা জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংকট, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে লক্ষীছড়ি থানার ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। ভেস্তে যেতে চলেছে সরকারি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী।

থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস সূত্রে জানা যায়, এ থানায় রয়েছে ১৫টি সরকারি, ৫টি বেসরকারি স্বল্পব্যয়ী, ২টি রেজিস্টার্ড ও ৩টি আন–রেজিস্টার্ডসহ মোট ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩ হাজার ৭৫০ জন। বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠদানের জন্য কর্মরত শিক্ষক রয়েছে বর্তমানে ২৯ জন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ছাড়াও আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণের প্রকট অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা চট বা মাটিতে বসে লেখাপড়া করছে। ফলে ছাত্র–ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্ন ছাড়াও সরকারি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। থানার সরকারি ১৫টি বিদ্যালয়েই ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক নেই। প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন কি ২ জন করে শিক্ষক রয়েছে। ওই ১ জন কি ২ জন শিক্ষকই বিদ্যালয়ের ৫টি শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠদান করছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হচ্ছে না বললেই চলে। বস্তুতঃ সরকারি চরম অবহেলার কারণে এ থানার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই খারাপ বলে শিক্ষাক্ষেত্রে থানাটি অনগ্রসর থানা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ জন কি ২ জন শিক্ষক রয়েছে সেগুলো হলো– মুক্তাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা ১, মরাচেঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১, ফুক্তাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১, মংলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১, বিনাজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১, লেলাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–২, দত্তীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১,, দুল্যাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–১, শুকনাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা ১, দেওয়ানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–২, যতীন্দ্র কাঠারীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–২, লক্ষীছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সংখ্যা–২। অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা তো আরো করুণ। সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্রের পাঠদানের জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও থানার কোন বিদ্যালয়ে তা নেই।

এদিকে থানার লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে এনে গম দেয়া হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে ওই বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নিয়মানুযায়ী প্রতি ছাত্রকে ১৫ কেজি গম দেয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষ প্রতি–ছাত্রকে দিচ্ছে ১০ কেজি করে। প্রতি ছাত্রকে ৫ কেজি করে কম দেয়া হচ্ছে। ৮টি বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী ও অভিভাবকদের এ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে অনগ্রসর পার্বত্য এ থানায় বিগত ৩ বছর ধরে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অভাবে থানার বিদ্যালয়গুলো দেখাশোনা ও ক্লাষ্টার ট্রেনিং হচ্ছে না।